আজকের কাগজ

তারিখ ... 17 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

16

অনিশ্চিত গন্তব্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হতাশায় আক্রান্ত ৪ হাজার শিক্ষার্থী

আমানুর আমান : সীমাহীন অনিশ্চয়তা আর জটিল স্থবিরতায় হাবুডুবু খাচ্ছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। একাত্তরের পরাজিত শত্রু আর বর্তমান "দেশ-জনগণের শত্রু" বিএনপি'র ক্রুর তাণ্ডবে ক্ষতবিক্ষত দেহে বিশাল ব্যর্থতায় গুড়িয়ে গুড়িয়ে পা চলছে পশ্চিমাঞ্চলের এই বিশ্ববিদ্যালয়টি। ফলে এখানে অধ্যয়নরত প্রায় চার হাজার ছাত্রছাত্রী দারুণ হতাশায় আক্রান্ত হয়ে দিন গুনছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই স্থবিরতার সূচনা হয় গত বছরে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে। ইসলামী ছাত্র শিবির ও ছাত্রদল শিক্ষক নিয়োগে স্ব স্ব পার্সেনটেজ দাবি করলে অন্যান্য সংগঠন, বিশেষত ছাত্রলীগ এর তীব্র প্রতিবাদ জানায় উপাচার্য আব্দুল হামিদের ছাত্র শিবিরের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে ছাত্রদল অপেক্ষা শিবিরের মনোনীত তালিকা অনুযায়ী বেশি ছাত্র নিয়োগ পায়। এমনকি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ নেতা হত্যার আসামী গাজী মাহমুদ মুর্শিদসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই কতিপয় শিবির ক্যাডার নিয়োগ পায়। ফলে ছাত্রদল উপাচার্যের বিরুদ্ধে জামাত তোষণের অভিযোগ এনে তার অপসারণ দাবি করে। তারও পূর্বে আধুনিক শিক্ষাকে কলুষিত করে ইসলামাইজড করার অপরাধেও ছাত্রদলের প্রগতিশীল অংশ উপাচার্যের বিরোধিতা করেছিলো। ছাত্রদল এরপর থেকে উপাচার্য অপসারণের আন্দোলনে ছাত্রলীগের সঙ্গে যোগ দেয়। ছাত্রলীগ ১৯৯১ -এর ২৭ জানুয়ারি এই উপাচার্য নিয়োগের পর থেকেই তার অপসারণ চেয়ে আসছিলো। গত ফেব্রুয়ারিতে উপাচার্যের প্রশাসনিক ভবনসহ সকল প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয়ার পর আজ পর্যন্ত উপাচার্যের রুম তালাবদ্ধ। ফলে থমকে দাঁড়ায় সকল কার্যক্রম। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অচলাবস্থার কারণে ৬টি বিভাগের ১৫টি সেশনের পরীক্ষা হতে পারছে না। কারণ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিসেও তালা পড়েছে। পরীক্ষাসমূহ হতে না পারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ইযার ব্যবধানে প্রায় ২ বছরের সেশনজটের সৃষ্টি হয়েছে। সব থেকে দুঃখজনক অর্থনীতি, ইংরেজী, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন, ইতিহাস, ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের '৯২ সালের অনার্স চূড়ান্ত পরীক্ষা ১৯৯৫তেও হচ্ছে না। ফলে সেশনজটের কালো থাবায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে প্রায় ৪ হাজার ছাত্রছাত্রী। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট জটিলতার এখনও কোন সমাধান হয়নি। ফলে বিজ্ঞমহল আরো বেশি চিন্তিত। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ড প্রায় ২ মাস যাবত কার্যতঃ অচল।